PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-13, No.-2, Nov 2022

উন্নয়নের সন্ধানে: নারী শক্তি ও বিবেকানন্দ

তীর্থ মণ্ডল [1*]

1* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,চিত্তরঞ্জন

সারাাংশ

নারী জাতির ক্ষমতায়ন বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও কারণ সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আলোচিত হয়ে আসছে ।এইভাবে 'উন্নতি- অবনতির' হাত ধরে উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি।

"কিভাবে হবে নারী জাতির উন্নয়ন"-

এই সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি, দার্শনিক ,চিন্তাবিদ ও নারীবাদীদের মতামত থাকলেও যুবসমাজ পথিকৃত স্বামী বিবেকানন্দের মতামত ও ধারণা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

নারীবাদী হিসাবে বিবেকানন্দের নাম বিশেষভাবে আলোচিত না হলেও নারী জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । তিনি নারী জাতির উন্নতির মধ্য দিয়ে সমাজ ও দেশের উন্নয়নের কথা যেমন বলেছেন তেমনি নারী জাতি কিভাবে তাঁদের অবস্থান উন্নতি করতে পারে সে সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত পথ যে আজও বর্তমানে সমভাবে প্রাসঙ্গিক সে কথা যে কোন বুদ্ধিজীবী মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য। বিবেকানন্দ যুব সমাজের প্রতি যে আহ্বান দিয়েছিলেন তাতে তিনি নারী পুরুষের বিভেদ করেননি। ‘যুব সমাজ’ বলতে বিবেকানন্দ যুবক-যুবতী উভয়কেই বুঝিয়েছেন। নারী উপস্থিতি বিনা পুরুষ জীবন যেমন অসমাপ্ত তেমনি নারীর উন্নতি বিনা দেশের উন্নতি বা সমাজের অগ্রগতি অসমাপ্ত।

সুতরাং নারীজাতির উন্নয়নের কথা আলোচনা করতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

শব্দ সূচক: নারী জাতি, উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, যুবসমাজ, সমমর্যাদা, সমানাধিকার

ভূমিকা:

"যে দেশে যে জাতি নারীকে শ্রদ্ধা করেনা
সে জাতি বড় হতে পারে না।" - (স্বামী বিবেকানন্দ)

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের প্রায় ১৫৮ বছর পরেও ভারতবর্ষের সমাজ জীবন খুব ইতিবাচক উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সেটি নিঃসন্দেহে এখনো আমাদের বিচার্য বিষয়বস্তু। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটলেও ভারতীয় সমাজ জীবনের বিকাশের পথে বহুবিধ সমস্যার পাশাপাশি নারী জাতির সমস্যাগুলি বর্তমান যেমন - লিঙ্গ বৈষম্য ,নারী স্বাধীনতা, নারী নির্যাতন, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, ভ্রূণ হত্যা, মেয়ে শিশুশ্রম ,নারীর ক্ষমতায়ন ,নারী শিক্ষা, ইত্যাদি। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রকৃত তথা সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে সমাজের এই বহুবিধ সামাজিক নারী সমস্যা গুলির অবসান ঘটাতে হবে । সর্বোপরি: স্বামী

বিবেকানন্দও অনুধাবন করেছিলেন সুস্থ সংস্কৃতি ও সুসংহত ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের নারীজাতির প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তাই এই অধ্যয়নে আমরা বিবেকানন্দের ভাবনায় নারী জাতিকে যদি সঠিকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করি, তাহলে নারী জাতির সমস্যাগুলির নিরসন ও উন্নয়ন তথা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হব।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য:

১) বর্তমান সমাজ উন্নয়নে বিবেকানন্দের নারী জাতির ভাবনাগুলিকে বিশ্লেষণ ও সমস্যার অবসানের প্রচেষ্টা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২) বর্তমান ভারতে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের অবসানের জন্য বিবেকানন্দের ভাবনাকে বাস্তবে প্রয়োগ করাও উদ্দেশ্য।

৩) নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।

৪) নারী ও পুরুষের মধ্যে সমমর্যাদা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেকানন্দের ভাবনাকে আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাও উদ্দেশ্য।

৫) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা গুলি অনুসন্ধান ও অবসান ঘটানাও প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অধ্যয়নের পদ্ধতি:

এই গবেষণাপত্রের প্রকৃতি যেহেতু তাত্ত্বিক; তাই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে গৌণ উৎসের (secondary) মাধ্যমে, যেমন- রেফারেন্স বই, ইন্টারনেট, জার্নাল ইত্যাদি গবেষণাপত্রের বিশ্লেষণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং গবেষণাপত্রের নকশা (plan) সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

বর্তমান সমাজের নারী জাতির কিছু মৌলিক সমস্যা ও সমাধান :

"জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভাবনা নেই।
এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয় । " - (স্বামী বিবেকানন্দ)

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের যুগে আধুনিক বিজ্ঞান- প্রযুক্তি- শিক্ষার আশ্রয়ে আমরা যতই নিজেদেরকে শিক্ষিত ও সভ্য বলি না কেন, আজও আমাদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটেনি। বাস্তবে আজও সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজ প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এর একটি অন্যতম বড় কারণ হলো- অনেক সমস্যার সমাধান হলেও এখনো নারী জাতির বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা সমাজের সামাজিক ব্যাধি হিসেবে রয়ে গেছে। কারণ "উন্নয়ন" একটি সামগ্রিক প্রয়াস- যা সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ,ধর্মীয়, মূল্যবোধ ইত্যাদির গুণগত মানের ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তনকেই সোজা কথায় উন্নয়ন বলা চলে। বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবাসীর তথা ভারতীয় সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে হলে নারী শক্তির জাগরণ ঘটাতে হবে। কিন্তু বিশাল ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ হলেও এখনও সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে আমরা দাবি করতে পারি না। এর কারণ হিসেবে স্বামীজি বহু পূর্বেই চিহ্নিত করেছিলেন যে, দারিদ্র,অশিক্ষা, জাতপাত সমস্যা , সর্বোপরি: নারী জাতির সমস্যা সমাধান না হলে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বিভিন্ন সময়ে নারী জাতির সমস্যাগুলি বারেবারে প্রতিফলিত হচ্ছে।

বর্তমান ভারতীয় সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হলো- লিঙ্গ বৈষম্যগত সমস্যা। অক্সাফাম ইন্ডিয়ার রিপোর্টে বলা হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে গ্রামীন এলাকায় বৈষম্যের মাত্রা সবথেকে বেশি। গ্রামীন এলাকায় মহিলারা

প্রায় ১০০ শতাংশ, আর শহরে এলাকায় ৯৮% মহিলারা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন ।এর ফলে আয়ের ক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে 93% মহিলা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে স্বনির্ভর মহিলাদের তুলনায় স্বনির্ভর পুরুষরা ২.৫ শতাংশ বেশি আয় করেন। এইক্ষেত্রে ৮৩ শতাংশ লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের জন্য দায়ী। সমীক্ষা রিপোর্ট উল্লেখ, একজন পুরুষ দিনমজুর মহিলা দিনমজুরের তুলনায় প্রতিমাসে 30000 টাকা বেশি উপার্জন করেন। দিনমজুর হিসেবে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে আয়ের এই ব্যবধানের ক্ষেত্রে ৯৫% দায়ী বর্ণ বৈষম্য। সমীক্ষার এই রিপোর্ট ২০০৪ -২০০৫ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত কর্মসংস্থান এবং শ্রম সম্পর্কিত সরকারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। (হামিদ, 2022)

উনবিংশ শতাব্দী থেকে যথাক্রমে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের আইনগত অধিকার ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আইন ও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের অবস্থার যে খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু নয়। আমরা উপরের রিপোর্ট থেকে অনুমান করতে পারছি যে সমাজে বর্তমানে লিঙ্গ বৈষম্য নির্মূল করার প্রচেষ্টা থাকলেও সম্পূর্ণ অবসান হয়নি। তাই লিঙ্গ সমতার বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়নের সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে হবে। পূর্বেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, নারীদের উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে স্বনির্ভর করে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিবেকানন্দের মতে , 'সব প্রাণীই ব্রহ্ম স্বরূপ' (স্বামীবিবেকানন্দের বানী ও রচনা (সংকলন), ১৯৮৭) শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্তরে মানবের উন্নতির সমগ্র সার কথা একটাই যে, এক আত্মাই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে। সমাজে যদি এই মানসিকতার উন্মেষ ঘটে তাহলে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর হবে। বিবেকানন্দ নারী জাতির বিশেষ করে বিধবাদের দুরবস্থা নিয়েও চিন্তিত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিধবা মহিলাদের সমস্যার সমাধান কিছু উপকারী মনোবৃত্তির পুরুষ মানুষেরা আইনের সাহায্য নিয়ে স্থায়ীভাবে সমাধান করতে পারবেন না। বাস্তব সমস্যার সমাধান তখনই হবে যখন তাদের নানা প্রকার শিক্ষাদানের দ্বারা ঐসব দুর্ভাগা মহিলাদের আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি হবে। তাঁর মতে, শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আত্মনির্ভর বিধবা মহিলারা নিজেরাই সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতীয় নারী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন। (চক্রবর্তী স. , ২০০১)ভারতীয় সমাজে এখনো অধিকাংশ মানুষ মনে করেন যে, প্রত্যেকটি মহিলার তার স্বামীকে মেনে চলা উচিত। এরকমই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এলো এক মার্কিন সংস্থার একটি গবেষণায়। তবে এই মতের পাশাপাশি অনেক ভারতীয় এই মত পোষণ করেন যে, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের পাশাপাশি নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। গবেষণায় বলা হয়েছে যে অধিকাংশ ভারতীয় (৫৫ শতাংশ) মনে করেন রাজনীতির ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ।অন্যদিকে মাত্র ১৪ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে মহিলারা রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। ভারতীয় সমাজের একটা অংশ এখনো মনে করেন পরিবার বা সংসার সংলানোর দায়িত্ব একজন মহিলার ।এই রিপোর্টে উঠে এসেছে ভারতীয় সমাজে এখনো ছেলে সন্তানের চাহিদা বেশি। ৯০% মানুষ মনে করেন কন্যা সন্তানের থেকে ছেলে সন্তান ভালো। (ganashakti.com, 2022) Ref.(gonosakti bengali) সুতরাং সমাজে এই লিঙ্গ বৈষম্য গুলি এখনও বাস্তবে রয়ে গেছে। নারী পুরুষের এইরূপ চিত্র বিভিন্ন বৈষম্যের জন্যই আমাদের সমাজের নিদারুণ অবস্থা- যা উন্নয়নের গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। আজকের সমাজ ব্যবস্থার পূর্বসূরী অবস্থা থেকেই নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা ,সংস্কৃতি নিয়ে চিরকাল সমালোচিত হয়ে চলেছে। নারীরা একমাত্র সন্তান ধরনের মাধ্যম ,এই প্রথাই কেবলমাত্র ঠিক। তারা শিক্ষা অর্জন করলে সমাজের নানা অশুভ, অমঙ্গল ঘটতে পারে, মেয়েরা পুরুষ জাতির কাছে বৈশ্যতা স্বীকার করে থাকবে স্বামী বিবেকানন্দ যা মেনে নিতে পারেননি। তিনি বারবার বলেছেন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষ জাতির সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতিকে ও সমানভাবে জাগরিত হতে হবে। তিনি নারী শক্তিকে জাগরিত করার জন্য তাদের শিক্ষার কথা বলেন ।

সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে নয়, নারীদের শিক্ষা দিয়ে পুরুষের সমমর্যাদায় উন্নীত করে সমাজের বিভিন্ন প্রকার অসাম্যকে নির্মূল করার কথা বলেছেন ।নারী শক্তি যদি শিক্ষিত হয় তাহলে তাঁরা তাদের অধিকার ভোগ করতে পারবে ও দাবি জানাতে পারবে। তাই তিনি নারীদের দেশের উন্নতিকল্পে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন

'মেয়েদের আগে তুলতে হবে ,massকে জানাতে হবে ;
তবে তো দেশের কল্যাণ -ভারতের কল্যাণ।' (পাল, June,২০১৬)

বিবেকানন্দ মনু স্মৃতির অনুশাসন উল্লেখ করে বলেছেন যে সারাদেশের অবস্থা নির্ভর করে নারীজাতির সুখ ও সম্মানের উপর। নারীজাতির সম্মান ও মর্যাদা আমেরিকাতে আছে বলেই সে দেশ এত উন্নত। আর তার অভাবে ভারতের বর্তমান দাসত্ব ও দুরবস্থা। তাই আমেরিকা থেকেই ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বলেছেন-"can you better the condition of your women? Then there will be hope for your well-being. Otherwise you will remain as backward as you now." (চক্রবর্তী র. , ২০০৯) এই লিঙ্গ বৈষম্য শুধু ভারতীয় সমাজেই নয়, সারা বিশ্বের অধিকাংশ দেশই বর্তমান আছে। ইউ এন উইমেন এবং ইউ এন ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনোমিক এন্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউ এন ডি এস এ) দ্বারা প্রকাশিত একটি নতুন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে কিভাবে অধ:গামী বৈশ্বিক সংকটের মুখে লিঙ্গ বৈষম্য আরও খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। যেমন কোভিড- 19 মহামারী, হিংসাত্মক সংঘাত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যুক্ত হয়েছে নারীর যৌন প্রজনন, স্বাস্থ্য এবং অধিকার, যার ফলস্বরূপ, দেশগুলি ২০৩০ সময়সীমার মধ্যে রাষ্ট্র সংঘের নির্ধারিত লক্ষ্য ,অর্থাৎ সমতা পূরণ করবে না (Ganashakti.com লিঙ্গ সমতা অর্জনে লাগতে পারে ৩০০ বছর: রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট, ২০২২) বিশ্বায়নের যুগেও ভারতীয় সমাজে নারীজাতির উন্নয়নের আরও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো বাল্যবিবাহ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে বাল্যবিবাহ বন্ধ হতে ভারতে আরো ৫০ বছর সময় লাগবে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল সংস্থা। ভারতে নিযুক্ত ইউনিসেফের শিশু সুরক্ষা বিষয়ক ডোরা জিএসটি জানান প্রতিবছর 1 শতাংশ হারে বাল্যবিবাহ কমছে বাল্যবিবাহ যদি এই হারে কমতে থাকে তাহলে ভারতে বাল্যবিবাহ বন্ধ হতে ৫০ বছরের মতো সময় লেগে যেতে পারে, যা সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই সময়ের মধ্যে বহু শিশুকে অল্প বয়সেই বিয়ে করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি ।এই প্রথাই ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি ভীষণ ভীতিকর বলেও সতর্ক করেন। (dailybartoman.com, ২০১৪)অতি সম্প্রতি ১৮ থেকে ২১ বছর মেয়েদের বিয়ের বয়স করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রথা আইন বিরুদ্ধে হলেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত সম্ভব হয়নি। এর ফলে সমাজে নারী -পুরুষ উভয়ের তথা সমাজেরও চরম ক্ষতি হচ্ছে। তবে এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব। তাই যথাযথ শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে তাদের সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ উন্নয়ন তথা নারী শিক্ষার জাগরণকে বাস্তবে প্রয়োগ ঘটাতে হবে ।তাইতো তিনি বলেন বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকাল সন্তান প্রসব করে এবং অধিকাংশ মৃত্যু মুখে পতিত হয় ।লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিলে সে মেয়েদের যে সন্তান জন্মাবে তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। (ঘোষ, ২০১৫)বিবেকানন্দ বলেছিলেন –

"আমরা স্ত্রীলোককে নিচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি।
তার ফল -আমরা পশু ,দাস, উদ্যমহীন ,দরিদ্র।"

তিনি শুধু আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা কে পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারেন নি। এ বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা ছিল মৌলিক। শুধু সীমিত সামাজিক আইনগত সংস্কার আন্দোলন নয়, প্রয়োজন নারী

জাগরণের। (বন্দোপাধ্যায়, ২০২০-২০২১)সুতরাং এই সমস্যা থেকে আমাদের সমাজকে পরিত্রান করতে হলে স্বামী বিবেকানন্দের নারী ভাবনাকে যথাযথভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতার বিষয়েও অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর দিক হলো নারী জাতিকে পদদলিত করা। বিবেকানন্দ মনে করেন নারী জাতি মহাশক্তির অংশ। আমাদের সমাজ এই শক্তিকেই অবমাননা করে। নারী জাতির মধ্যে লজ্জা ,দয়া-মায়া ,স্নেহ, সেবা, বিরাজ করে। তাই তাদের উন্নতি না হলে, তাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার না হলে দেশের কল্যাণ সম্ভব নয় ।তিনি চেয়েছিলেন মেয়েরা স্বয়ং নির্ভরশীল হয়ে জীবিকা অর্জন করুক- ধর্ম ,শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না,বন্ধন, শরীর-পালন সব শিক্ষায় নারীকে দিতে হবে। অসহায়তা নয়, মেয়েদের মধ্যে আত্মরক্ষা, বীরত্বের শক্তি করে জাগ্রত করে তুলতে হবে। সুতরাং আমাদের সমাজেও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের মাধ্যমে নারী শক্তির জাগরণ ঘটাতে হবে। (চক্রবর্তী দ. , ২০১৬)

লিঙ্গ সমতার দিক থেকে ভারত একদম শেষের দিকে ১৩৫ তম স্থানে রয়েছে। জেনেভায় প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF) এর বার্ষিক জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট 2022 অনুসারে আইসল্যান্ড বিশ্বের সবচেয়ে লিঙ্গ সমতারক্ষাকারী দেশ ।ভারত সরকার বিভিন্ন পরিকল্পিত পদক্ষেপের ভিত্তিতে নারীদের সামাজিক, শিক্ষাগত, আর্থিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে ।জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 তে লিঙ্গ সমতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। (নারী পুরুষে বৈষম্যে আজ ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে, ২০২২)কিন্তু বিভিন্নভাবে নারী উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হলেও বাস্তবে নারী অধিকার ওমর্যাদা প্রতিষ্টিত হয়নি।

উপসংহার-

উপরিক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে, একটা দেশ বা জাতিকে অগ্রসর হতে হলে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান শতাব্দীতে স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ তৈরীর দর্শনের গৈরিক পতাকা উর্ধ্বে তোলার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সচেতন জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং এক সার্থক ও সুন্দর ভারতবর্ষ গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব নিতে হবে। বলাবাহুল্য স্বামীজীর জন্মের বহুবছর পরেও তাঁর সুদূর প্রসারী ভাবনা চিন্তাকে বর্তমানে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। তিনি স্বল্প সময়ের (মাত্র ৩৯ বছর বয়স) মধ্যে যেসব চিন্তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, নারী জাতির জাগরণ তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দিক -যা আজও সর্বদা প্রাসঙ্গিক। স্বামীজি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। নারী জাতির উন্নয়ন ব্যতীত ভারতবর্ষের উন্নয়ন অসম্ভব। পরিশেষে পরাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নারী শক্তির সচেতনতা ও জাগরণের যে বার্তা আমাদের সামনে দিয়েছিলেন তার মূল্যবোধ আমরা যদি সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করতে পারি, তবে অবশ্যই নারী জাতির অনেকাংশে সমস্যা সমূহ নির্মূল হবে এবং ভারত বর্ষ একটি যথার্থ মানবিক সমাজ তথা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ হবে।

তথ্যসূত্র:

i. *dailybartoman.com*. (২০১৪, আগস্ট ২৭). Retrieved from ভারতে বাল্যবিবাহ বন্ধে ৫০ বছর লাগবে: ইউনিসেফ: www.dailybartoman.com/2014/08/27/16539.php

ii. *Ganashakti.com লিঙ্গ সমতা অর্জনে লাগতে পারে ৩০০ বছর: রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট.* (২০২২, Sept 09). Retrieved from গণশক্তির প্রতিবেদন: https://ganashakti.com/bengali/women-must-wait-another-300-years-for-gender-equality-in-current-scenario-warns-un-report

iii. *ganashakti.com*. (2022, 03 03). Retrieved from Ganashakti Patrika (1967-present) is an Indian Bengali daily newspaper published from Kolkata, West Bengal, India: https://ganashakti.com/bengali/gender-inequality

iv. ঘোষ, স. (২০১৫). সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলিপূরণে বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গকিকতা. *Swami Vivekananda And His Timeless Legacy In Twenty-First Century* (p. ৮২). বর্ধমান: বিনয় প্রকাশনী,বর্ধমান.

v. চক্রবর্তী, দ. (২০১৬). *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলনের ধারা.* কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লিমিটেড.

vi. চক্রবর্তী, র. (২০০৯). *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন* (২৩৩ ed.). কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স.

vii. চক্রবর্তী, স. (২০০১). *ভারতবর্ষ: রাষ্ট্রভাবনা.* কলকাতা: দীপ্তি মুখোপাধ্যায় ,প্রকাশন একুশে.

viii. *নারী পুরুষে বৈষম্যে আজ ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে.* (২০২২, জুলাই ১৪). Retrieved from newsonly24.com: https://www.newsonly24.com/news/where-does-india-stand-today-in-terms-of-discrimination-between-men-and-women/

ix. পাল, ড. (June,২০১৬). বিবেক মননে নারী. *Relevance of vivekananda's Thoughts in Indian Life* (p. ১৩৩). বর্ধমান: প্রান্তভূমি প্রকাশন,নিউমার্কেট ,হিন্দুস্থান কেবলস্.

x. বন্দোপাধ্যায়, অ. ত. (২০২০-২০২১). *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ.* কলকাতা: আরামবাগ বুক হাউস.

xi. *স্বামীবিবেকানন্দের বানী ও রচনা (সংকলন).* (১৯৮৭). কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.

xii. হামিদ, স. আ. (2022 , 9 15). *Oxfam Report: লিঙ্গ বৈষম্য চরমে, ভারতে আয়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে ৯৩ শতাংশ মহিলা.* Retrieved from people's Reporter: https://www.peoplesreporter.in/news/national-news/oxfam-report-gender-inequality-at-extremes-women-lag-93-percent-behind-men-in-terms-of-income-in-india